যুগান্তর

তারিখ ... 06 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নোট-গাইড ও সৃজনশীল পদ্ধতি একসঙ্গে চলতে পারে না

মিকাইল হোসেন

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে চলছে এক ধরনের অস্থিরতা, অরাজকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চলছে এ অস্থিরতা। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বর্তমানে শিক্ষাও একটি অন্যতম ব্যবসায়িক পণ্য। এ খাতে চলছে কোটি টাকার বাণিজ্য। শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কাছে সবাই আজ জিম্মি। বর্তমানে পাবলিক পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস জাতির গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্রকে। প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে আমরা মূলত মেধাহীন পঙ্গু জাতি তৈরির দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমাদের কোমলমতি সন্তানদের চৌর্যবৃত্তি শেখাচ্ছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন ফাঁসের জন্য শিক্ষকদের দায়ী করেছেন। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে শিক্ষকদের জড়িত থাকার ঘটনা নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড প্রশ্ন ফাঁসের দায় এড়াতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা শিক্ষাবান্ধব সরকারের সাফল্য অনেকাংশে ম্লান করছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা খাতে আরেক বিষফোঁড়া হল কোচিং বাণিজ্য। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি সংসদে বলেছেন, কোনোভাবেই তিনি কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে পারছেন না। সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঁচশ' শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলির সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে না গিয়ে প্রাইভেটে বা কোচিংয়ে যায়, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের পর নোট, গাইড প্রকাশ বন্ধের কথা বলা হয়। অথচ অবাধে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলছে এ ব্যবসা। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে তারা সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ব্যবসা করে যাচ্ছে। নোট-গাইড ও সৃজনশীল পদ্ধতি একসঙ্গে চলতে পারে না, তবুও চলছে।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার কথা থাকলেও সেটি এখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে হাইকোর্টে রিটও হয়েছে। পাঠ্যসূচি নিয়ে কিছুদিন চলেছে হেফাজত-প্রগতিশীল দ্বন্দ্ব। পাঠ্যবই ছাপানো নিয়েও চলছে এক ধরনের আলো-আঁধারির খেলা। এ খাতও জিম্মি হয়ে পড়েছে পুস্তক ব্যবসায়ী-প্রকাশকদের কাছে। সম্প্রতি পরিমার্জিত ১২টি বই নির্ধারিত সময়ে পাওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবই নির্বাচন নিয়েও আছে বিস্তর অভিযোগ। প্রতিটি বইয়ের বিপরীতে ১০ থেকে ১২টি বইয়ের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা বাণিজ্যের আরেক অধ্যায় রচনা করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সনদ বাণিজ্য করে যাচ্ছে। শিক্ষক, স্থায়ী ক্যাম্পাস ও উচ্চ টিউশন ফি আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো নির্দেশনাই তারা মানছে না। ইউজিসি মাঝে মাঝে অসহায়ভাবে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সতর্কতা নোটিশ পত্রিকায় প্রচার করে, যা হাস্যকর।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাদা, নীল, গোলাপী দলের বিভাজন চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি নীল দলের পারস্পরিক স্বার্থকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মারামারির ঘটনায়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির নিয়োগ বাণিজ্য সম্পর্কে শুনলে শিউরে উঠতে হয়। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার পরিবেশ আজ হুমকির মুখে।

বাংলাদেশের অগ্রগতি-অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে এখনই এসব বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হব। তারা আমাদের ক্ষমা করবে না।

উপাধ্যক্ষ, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার, ঢাকা